একুশের ঢেউ EKUSHER DHEU

ISSN: 2454-7182
IMPACT FACTOR: 8.158

An International Online Indexed Research Journal of Language, Literature and Culture covering Arts & Humanities as a broad area (Peer-reviewed, Refereed Journal, Quarterly)

Bani Basu's 'Bad Boy': Protesting Female-voice

বাণী বসুর ‘খারাপ ছেলে’: প্রতিবাদী নারীস্বর

Name of the Author: **Asifa Sultana**

Affiliation: **Research Scholar, Burdwan University, West Bengal, India**

Abstract: The word torture comes naturally with the word protest. And both men and women are more or less involved with this word torture. Torture is of two types, physical and mental, but with the changing times, the definition and type of torture keeps changing. The long-standing accumulated torture finally takes the form of protest. According to the laws of nature, the oppression of the strong on the weak has been going on since the beginning of creation. Which has continued even today. By the law of nature, women are weaker than men in physical strength. So naturally we find women more in the ruled class than in the exploiters. As a result, somewhere in society and literature, the word oppression is often associated with the name of women. Even today, in the second decade of the 21st century, although women and men coexist in all fields, words like rape, molestation, marital rape, mental torture, domestic violence, etc. have remained a part of women's lives. And very few women are able to take up the sword in their own hands to protest against all these mental and physical tortures happening to women. Because in most cases, women are forced to accept all the torture, thinking about society and family, and somewhere else due to lack of confidence and cooperation

In Bani Basu’s novel ‘KHARAP CHELE’ we see such a picture where women with different mindsets different environments have accepted all the torture against them day after day, but at the end of the novel, they protest against this torture. As a result of the protest, the only torturer 'bad boy' who was directly and indirectly involved in their lives ended up in death. We will discuss it in detail in this article.

Keywords: Daydreaming, loneliness, Existential Crisis, Fear, Domestic violence, Rape, Dark alleys, Prostitution, Protest

বাণী বসুর ‘খারাপ ছেলে’: প্রতিবাদী নারীস্বর

আসিফা সুলতানা

বাণী বসুর ‘খারাপ ছেলে’ উপন্যাসটিতে ভিন্ন পরিবেশে অবস্থিত নারীদের ওপর হতে থাকা নির্যাতনের ছবি খুঁজতে গিয়ে প্রথমেই আমরা দেখতে পাই কলকাতার ডাফ স্ট্রিটের তথাকথিত প্রতিষ্ঠিত সচ্ছল পরিবারের বড় বউ মল্লিকাকে। যার দিবাস্বপ্নে বারবার এক বাঘের উপস্থিতি তাকে অস্থির করে তোলে । এই স্বপ্ন এবং স্বপ্নজনিত ভয়ের কথা সে কাউকে স্পষ্ট করে বলতে পারেনা। নিজের মধ্যে আড়ষ্টতা ও সংকোচ নিয়ে অন্যমনস্ক হয়ে সে বেঁচে থাকে। অন্যদিকে এই বাড়িরই ছোট বউ জিনা সদা চঞ্চল হাস্যময়ী একটি চরিত্র। তার প্রাণোচ্ছলতা ও সবাইকে মাতিয়ে রাখা স্বভাবের গুণে মল্লিকা ও জিনার মধ্যে একটা সহজ স্বাভাবিক সম্পর্ক গড়ে ওঠে এবং এরা দুজনেই দুজনের সহমর্মী। তবে জিনা ও মল্লিকা সম্পূর্ণ ভিন্ন সত্তার ও মানসিকতার অধিকারী, তাদের বেড়ে ওঠা একে অপরের থেকে সম্পূর্ণ আলাদা। সাদগাছিয়ার মল্লিকার মায়ের বাড়ির সাথে জিনার দমদমের মায়ের বাড়ি কিছুতেই মেলানো যায় না। ছোটবেলা থেকে মল্লিকা কাকা কাকিমার কাছে মানুষ। একপ্রকার অবহেলার মধ্য দিয়ে তার বড় হয়ে ওঠা, অন্যদিকে যৌথ পরিবারে অবস্থিত জেঠুর আদরের ‘জিন পরি’ জিনা। মল্লিকা ও জিনার মানসিক বিকাশে যা অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করে। উপন্যাসে মল্লিকার আত্মকথনে ধরা পড়ে সে কথা “জিনা ভয়ের কী জানবে ? জিনার চারপাশে কত অভিভাবক, কত রক্ষক , কত আলো , কত সঙ্গীসাথী ! কত রকম সম্পর্ক থেকে জিনা তার অজস্র প্রাণশক্তি সঞ্চয় করেছে। টগবগ করছে যেন সব সময়ে...জানে না মা না থাকার ভয়, বাবা থেকেও না-থাকার ভয়, একমাত্র দিদির বিয়ে হয়ে যাওয়ার ভয়? আরও কত,কত।”[১] তাই মল্লিকা জিনাকে কখনই স্পষ্ট করে বলতে পারেনা তার বাঘজনিত ভীতির কথা। তবে এই ভিন্ন মানসিক স্বভাবের নারীদুটির জীবন কোথাও যেন এক সূত্রে গাঁথা হয়ে যায় একাকীত্ব নামক শব্দটির মাধ্যমে। কোথাও না কোথাও এরা দুজনেই একাকিত্বের স্বীকার। মল্লিকার স্বামী বিমান নিজের অফিসের কাজ আর অফিস থেকে ফিরে নিজের ক্লাব ও তাসের আসর নিয়ে মত্ত থাকে স্ত্রী অথবা মেয়ে ঝুম্পা ও মাম্পিকে নিয়ে কোন দায়িত্ব বা মাথাব্যথা তার নেই। উপন্যাসে কোথাও আমরা বিমান ও মল্লিকার দাম্পত্যজীবনের একটি পূর্ণ ছবি খুঁজে পাই না। এ যেন বিয়ে নামক কনসেপ্টে আবদ্ধ হয়ে থাকা একটি সামাজিক তকমা কেবল। বিমান কখনো খোঁজ করে দেখেনি মল্লিকার একাকীত্ব অন্যমনস্কতা ও ভীতির আসল কারণ কি ? একদিকে স্বামীর কোনোরকম সহযোগিতা না পাওয়া অন্যদিকে প্রতিটি মুহূর্তে বাঘজনিত ভয়ের অস্বস্তি মল্লিকাকে মানসিকভাবে বিপর্যস্ত করে তোলে। সে দিনের পর দিন ভুগতে থাকে নিজের অস্তিত্বসংকট জনিত সমস্যায়। অন্যদিকে মল্লিকার জিনা সম্পর্কে যে ধারণা তার সম্পূর্ণ বিপরীত ছবি আমরা দেখতে পাই জিনার জীবনে। উপন্যাসটিতে বহু জায়গায় জিনার মানসিক ও শারীরিক নির্যাতনের ছবি আমরা খুঁজে পাই। বিয়ের এক বছর ঘুরতে না ঘুরতেই স্বামী নিখিলের আসল রূপ দেখতে পাই জিনা। কল্যাণবাবুর একপ্রকার গোঁয়ার, দুর্মুখ ছোট ছেলে নিখিল জিনাকে নিজের সম্পত্তি করে রাখতে চাই। একদিন যৌথ পরিবারে বেড়ে ওঠা জিনাকে সে সম্পূর্ণভাবে সবার থেকে আলাদা করে নিজের অধিকারে

রাখতে চাই। নিখিলের এরকম আচরণ যে জিনার প্রতি অগাধ ভালোবাসা তা কিন্তু নয় বরং জিনার ভেতরকার প্রাণোচ্ছলতাকে শেষ করে দিয়ে তাকে একাকীত্ব ও বিষাদের মধ্যে ঠেলে দেওয়া। বিয়ের প্রথম দিকে সে জিনাকে মাঝেমধ্যে বাইরে নিয়ে গেলেও , বছর ঘুরতে না ঘুরতেই তার মধ্যে পরিবর্তন দেখা যায়। নিখিলের বন্ধুদের পার্টিতে অথবা ক্লাবে জিনা অনুভব করে কৃত্রিমতাকে। যেখানে তাচ্ছিল্য আছে কিন্তু অন্তরের টান নেই। জিনা ইচ্ছাকৃতভাবে সে জায়গাগুলি থেকে নিজেকে সরিয়ে নেই। একদিকে স্বামী নিখিলের বিকৃত মানসিকতা অন্যদিকে সন্তানহীনতা জনিত সমস্যা জিনার অবসাদকে আরো বাড়িয়ে তোলে। যে জিনা একদিন ছিল স্বতঃস্ফূর্ত হাস্যময়ী আদরের 'জিনপরি' সে কোথাও না কোথাও ডুবতে থাকে চাপা বিষাদে। অথচ জিনার বিয়ের আগে ধারণা ছিল বিয়ে ব্যাপারটা তার জীবনে স্বাধীনতা এনে দেবে কিন্তু বিয়ের পরে কোথাও না কোথাও সে নিখিলের রুচি ও খেয়ালের কাছে বন্দী হয়ে যায়। নিখিলের জন্য সে তার সাধের লম্বা চুল কেটে ফেলে, অনিচ্ছা থাকা সত্ত্বেও নিখিলের বন্ধুদের পার্টিতে যায়। এমনকি যেদিন নিখিল প্রথমবার জিনার গয়নাখোলা হাতটাকে সজোড়ে মুচড়ে দিয়েছিল সেদিনও জিনা তার প্রতিবাদ করেনি। শুধু ভেবেছিল "আদিম যুগের পুরুষ প্রথম কি এভাবেই শাসন করেছিল তার নারীকে? সেই আদিম এখনও এইভাবে বেরোবার সুযোগ খুঁজছে?"[২] কোথাও না কোথাও জিনা মেনে নিয়েছিল নিজের অবসাদ ও নিখিলের খেয়ালকে। তবে জিনার এই অবসাদ জীবনে মুক্তির হাওয়া নিয়ে এসেছিল তারই ছোটবেলার বন্ধু মুকুট। মহিলাদের নিয়ে বিভিন্ন উদ্দেশ্যমূলক কাজে নিযুক্ত এক স্বেচ্ছাসেবী সংস্থার সাথে সে যুক্ত। তাদেরই এনজিও'র একটি প্রজেক্ট 'গনিকাদের প্রাথমিক শিক্ষার ব্যবস্থা' কাজটির সাথে সে জিনাকে যুক্ত করে দেয়। যা জিনার জীবনে ফিরিয়ে নিয়ে আসে আত্মবিশ্বাস। মুকুটের কর্মপদ্ধতি অভিজ্ঞতা জিনা ও মল্লিকা কে মুগ্ধ করে । আর মুকুটের কর্মজীবনের অতীত অভিজ্ঞতা থেকেই সে মল্লিকার স্বপ্নে বারবার বাঘের উপস্থিতির আসল রহস্য উদঘাটন করে। মুকুট মল্লিকার মধ্যে এই বাঘজনিত ভীতিকে দূর করার জন্য তাকে উপদেশ দেয় "মল্লিকা দি জিনা এখনই আসবে, চট করে কতগুলো কথা শুনে নাও। তোমার বাঘ যদি অতীতের হয়, তো ভুলতে চেষ্টা করো। ফিফটি পার্সেন্ট মেয়ের এই ধরনের অভিজ্ঞতা হয়, সো-জা ভুলে যাও। আর ব্যাপারটা যদি বর্তমানের হয় তাহলে ভয় পেয়ে কোনও লাভ নেই , প্রতিবাদ করো। কড়া প্রতিবাদ, সে তোমার স্বামী হলেও । সহ্য করতে থাকলে তোমার মানসিক দিক থেকে ক্ষতি হয়ে যাবে।"[৩] আর এই মুকুটের সূত্র ধরেই আমরা উপন্যাসের অন্য দুটি নারীর চরিত্র যাদের অবস্থান সোনাগাছির অন্ধকার গলিতে তাদের কাছে পৌঁছে যাই । বান্ধব সমিতির সাইন বোর্ড আঁকা জিনার ক্লাসের ছাত্রী এরা। জিনা তাদের পদবী জিজ্ঞাসা করলে সে জবাবে পাই "আমাদের আবার পদুবী কী? বংশ নেই, ধারা নেই, বাপ নেই!"[৪] এরা বেশিরভাগ জনই আত্মীয়দের কাছে বিক্রি হয়ে এসেছে এই অন্ধকার গলিতে। এদেরই একজন বনমালা মাত্র নয় বছর বয়সে মেসোর কাছ থেকে বিক্রি হয়ে আসে সোনাগাছির অন্ধকার গলিতে। কোনোকিছু বোঝার আগেই তার মেসো তাকে জানিয়ে দেয় "তুই বিক্রি হয়ে গেলি, খাটবি খুটবি, খেতে পাবি পেট ভরে। আমাদের ভুলে যা। এ পদুবী এ নাম নিবি না খবদ্দার।" [৫] সেই থেকে বনমালার জীবনে একের পর এক বাবু বদলেছে আর শেষপর্যন্ত সাত বছর ধরে সে ফটিকবাবু নামক এক বাবুর সাথে রয়েছে। এই বাবুর দরুণ তার একটি সন্তানও রয়েছে। বাবুর দেওয়া মোটা পেমেন্ট

এর বদলে সে দীর্ঘ সাত বছর ধরে কখনো তার মদ্যপ বাবুর আবার কখনো বাবুর সাথে আসা বন্ধুদের পাশবিক অত্যাচার সহ্য করেছে। উপন্যাসের অন্য এক নারী চরিত্র পূর্ণিমা যার বয়স মল্লিকার ছোট মেয়ে ঝুম্পার মত যার একান্ত ইচ্ছা মাধ্যমিক পরীক্ষা দিয়ে কলেজে পড়ার। সোনাগাছির অন্ধকার গলিতে সে হারিয়ে যেতে চায় না। শিক্ষিত হওয়ার স্বপ্ন দেখে সে, যে স্বপ্নর শাস্তি হিসাবে মাসি তাকে সারারাত ধরে গুন্ডা দিয়ে ধর্ষণ করায়। বনমালার সাহায্যে সোনাগাছি থেকে পালিয়ে সে জিনার কাছে আশ্রয় নেয়।

'খারাপ ছেলে' উপন্যাসটির শুরু থেকেই নারী চরিত্রগুলি একে অপরের সহমর্মী ও সহযোগী হয়ে উঠেছে। কোথাও না কোথাও এদের একটি যোগসূত্র রয়েছে যা উপন্যাসের শেষে এসে আমরা দেখতে পাই। যদি আমরা বনমালার উপর হওয়া নির্যাতনের বিষয়ে আলোচনা করি তাহলে দেখতে পাব জিনার স্বামী নিখিলই আসলে বনমালার ফটিকবাবু। যার সাথে বনমালা সাত বছর স্বামী-স্ত্রীর মতো ঘর করছে। আর মল্লিকার জীবনে যে বাঘজনিত ভীতি তা আসলে শুধু তার স্বপ্নতেই নয়; বরং বাস্তবের ভীতি। আর এই বাঘের রূপকে আমরা খুঁজে পাই তারই দেওর জিনার স্বামী নিখিলকে। বাণী বসুর 'খারাপ ছেলে' উপন্যাসের খারাপ ছেলে নিখিল দিনের পর দিন মল্লিকা, জিনা, বনমালার ওপর মানসিক ও শারীরিক নির্যাতন করে গেছে। প্রথম দিকে এই তিন নারী এই নির্যাতনকে মেনে নিলেও শেষপর্যন্ত প্রতিবাদ জানিয়েছে। যার পরিণতি হয়েছে খারাপ ছেলে নিখিলের মৃত্যুর মধ্য দিয়ে।

সবার প্রথমে জিনা যে স্বামী নিখিলের জন্য নিজের স্বাধীনতা পর্যন্ত বিসর্জন দিয়েছিল নিখিলের পছন্দকে এবং রুচিকে নিজের রুচির মত গড়ে নিয়েছিল। এমনকি যেদিন নিখিল জিনার গয়না খোলা হাতটাকে সজরে মোচড় দিয়েছিল সেদিনও জিনা কোন প্রতিবাদ করেনি ভেবেছিল আদিম যুগের পুরুষ প্রথম কি এভাবেই শাসন করেছিল তার নারীকে , সেই আদিম এখনো এভাবে বেরবার সুযোগ খুঁজছে হয়তো। কিন্তু যেদিন জিনা বনমালার বাড়িতে তার স্বামী লিখিলকে দেখতে পাই সাত বছর ধরে বনমালার পার্মানেন্ট বাবু ফটিকবাবু রূপে। সেদিন জিনা সাময়িকভাবে সম্পূর্ণভাবে ভেঙ্গে পড়লেও নিখিলের এই মিথ্যাচার ও বিশ্বাসঘাতকতার বিরুদ্ধে সে প্রতিবাদ করেছে। সে নিখিলকে স্পষ্টভাবে জানিয়ে দেয় তার পক্ষে নিখিলের সাথে সংসার করা সম্ভব নয় এবং একই সাথে সে বনমালার প্রতি ন্যায় বিচারের দাবি জানিয়ে নিখিলকে তাকে বিয়ে করতে বলে। নিখিলকে সম্পূর্ণভাবে অস্বীকার করে জিনা পরিসর খুঁজে নেয় 'রোচনা' নামক সংস্থার কাজ এবং বনমালা ও নিখিলের সন্তান কুটুসকে দেখাশোনার দায়িত্ব নিয়ে। অন্যদিকে মল্লিকা দীর্ঘদিন ধরে বাস্তবের বাঘ নিখিলের পাশবিক নির্যাতন আর সহ্য করতে না পেরে তার প্রতিবাদ করে। শরীর ও মনের সমস্ত শক্তি জড়ো করে সে নিখিলকে ধাক্কা দিয়ে ফেলে দেয় এবং নিজেকে মুক্ত করে সারাজীবনের জন্য। তার সমগ্র বিবাহিত জীবনের সংকুচিত নীরবতা ভয় ও লজ্জার দেওয়াল ভেঙ্গে অর্ধনগ্ন অবস্থায় সে শ্বশুর কল্যাণবাবুর সামনে কান্না আর চিৎকার মেশানো গলায় আর্তনাদে ভেঙ্গে পড়ে। দীর্ঘদিনের জমানো নীরবতা শব্দ পাই ঠিক এভাবে, "মেরে ফেলেছি, ঠেলে ফেলে দিয়েছি। আর সইতে পারিনি। কতদিন সইব?"[৬] অন্যদিকে বনমালা যেদিন থেকে জানতে পারে তার সাতবছরের বাবু তার সন্তানের বাবা আর কেও নয়; বরং তারই জিনা দিদিমণির স্বামী নিখিলবাবু। সেদিন থেকে নিখিলকে সে আর ঘরে ঢুকতে দেয় না। বনমালা

গণিকা হলেও জানে সম্পর্ক বাঁচে ভালোবাসায় ও বিশ্বাসে। জোচ্চোর মিথ্যাবাদীর সাথে ঘর করা যায়না। নিখিলের সাথে বিয়ে করার প্রসঙ্গে যে জিনাকে স্পষ্টভাবে জানিয়ে দেয়, "যদি বিয়ে করতেই হয় তা হলে নিখিলবাবুর মতো খারাপ লোককে আমি বিয়ে করব কেন?"[৭] বনমালার নিখিলকে তথা সম্মানের সাথে নতুন পরিচিতির সম্ভাবনাকে প্রত্যাখ্যানের মধ্যে আমারা খুঁজে পাই বনমালার প্রতিবাদ। এই প্রতিবাদ একদিকে যেমন নিখিলের ওপর অন্যদিকে মেকি সামাজিকতার বিরুদ্ধে প্রতিবাদ। আর পূর্ণিমা যাকে সোনাগাছির অন্ধকার থেকে উদ্ধার করে আনে বনমালা জিনার সাহায্যে সে স্থান পেয়েছে রোচনা নামক একটি স্বেচ্ছাসেবী সংস্থায়। সেখানে সে ভালো আছে তার কলেজে পড়তে চাওয়ার স্বপ্ন ক্রমশ এগিয়ে যাচ্ছে ভবিষ্যতের পথে।

আলোচ্য নিবন্ধটিতে আমরা দেখতে পেলাম উপন্যাসের শেষে এসে ভিন্ন পরিসরের ভিন্ন অবস্থান ও মন মানসিকতার চার নারী তাদের বিরুদ্ধে হওয়া যাবতীয় মানসিক ও শারীরিক নির্যাতনের বিরুদ্ধে প্রতিবাদ জানিয়েছে ভিন্ন ভিন্ন ভাবে। আর কোথাও না কোথাও এদের জীবনের সাথে প্রত্যক্ষ ও পরোক্ষভাবে জুড়ে থাকা সেই নির্যাতনকারী খারাপ ছেলে নিখিলের শেষ পরিণতি হয়েছে মৃত্যুর মধ্য দিয়ে। নিখিলের এই পরিণতি তার বাবা কল্যাণবাবুর সংলাপে উঠে এসেছে এভাবে, "জানি না কেন এমন অসময়ে ফিরল! ঈশ্বর জানেন, নিয়তি! কি বলব বলুন- পাপের বেতন কি তা সবাই জানে।"[৮]

তথ্যসূত্র:

১। বসু,বাণী,খারাপ ছেলে, আনন্দ, কলকাতা,পৃষ্ঠা-৯
২। তদেব, পৃষ্ঠা-৮৯
৩। তদেব, পৃষ্ঠা-৫৭
৪। তদেব, পৃষ্ঠা-৬০
৫। তদেব, পৃষ্ঠা-৬১
৬। তদেব, পৃষ্ঠা- ১৩২
৭। তদেব, পৃষ্ঠা-১২৬
৮। তদেব, পৃষ্ঠা-১৩২